গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬

শিল্প মন্ত্রণালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায় নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শব্দ সংক্ষেপ	
অধ্যায়-১	ভূমিকা	১-২
অধ্যায়-২	শিল্পায়নের অভীষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ	২-৩
অধ্যায়-৩	শিল্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস	৩-৬
অধ্যায়-৪	বিনিয়োগ প্রণোদনা	৭-৯
অধ্যায়-৫	ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন	৯-১০
অধ্যায়-৬	অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প পার্ক, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প, হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠা	১০-১১
অধ্যায়-৭	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার	১১
অধ্যায়-৮	উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান	১১-১২
অধ্যায়-৯	মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	১২
অধ্যায়-১০	শিল্পায়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও বিকাশ	১৩
অধ্যায়-১১	রপ্তানিমুখী (Export-Oriented) এবং রপ্তানি-সংযোগ (Export Linkage) শিল্প	১৩-১৫
অধ্যায়-১২	বিদেশি বিনিয়োগ	১৫-১৬
অধ্যায়-১৩	শিল্প প্রযুক্তি	১৬-১৭
অধ্যায়-১৪	পরিবেশবান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনা	১৭-১৮
অধ্যায়-১৫	দক্ষতা উন্নয়ন	১৮-১৯
অধ্যায়-১৬	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	১৯-২২
পরিশিষ্ট-১	উচ্চ অগ্রাধিকার খাত (High Priority Sector)	২৩
পরিশিষ্ট-২	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ	২৩
পরিশিষ্ট-৩	সেবা শিল্পসমূহ	২৪
পরিশিষ্ট-৪	সংরক্ষিত শিল্পসমূহ	২৫
পরিশিষ্ট-৫	নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা	২৫
পরিশিষ্ট-৬	আমদানীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক সুবিধার জন্য এলাকা বিভাজন	২৬
পরিশিষ্ট-৭	কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড ও কৃষিপণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প তালিকা	২৭
পরিশিষ্ট-৮	পর্যটন শিল্পের আওতাভুক্ত সম্ভাব্য শিল্পের তালিকা	২৮
পরিশিষ্ট-৯	শিল্পনীতি বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা	২৯-৪৯

শব্দ সংক্ষেপ

এপিটিএ (APTA)	এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এ্যাগ্রিমেন্ট
বিএবি (BAB)	বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড
বিসিআই (BCI)	বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ
বিসিসিআই (BCCI)	বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
বিসিএসআইআর (BCSIR)	বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ)
বেপজা (BEPZA)	বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ)
বেজা (BEZA)	বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোনস্ অথরিটি (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ)
বিজিএমইএ (BGMEA)	বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি)
বিআইএম (BIM)	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট)
বিমসটেক (BIMSTEC)	দ্যা বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টোরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো অপারেশন
বিজেএমসি (BJMC)	বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন)
বিকেএমইএ (BKMEA)	বাংলাদেশ নীট ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোরটার্স এসোসিয়েশন
বিসিআইসি (BCIC)	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা)
বিএসইসি (BSEC)	বাংলাদেশ স্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা)
বিপিজিএমইএ (BPGMEA)	বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফেকচারাস এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক এসোসিয়েশন)
বিএসএফআইসি (BSFIC)	বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা)
বিএআরসি (BARC)	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল)
বারি (BARI)	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট)
বিসিক (BSCIC)	বাংলাদেশ স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন)
বিএসটিআই (BSTI)	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউশন)
বিটিএমএ (BTMA)	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন
বুয়েট (BUET)	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (বাংলাদেশ প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)
বিডব্লিউসিসিআই (BWCCI)	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
সিসিসিআই (CCCI)	চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
সিডিএম (CDM)	ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম
সিইটিপি (CETP)	সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধানাগার)
সিআইপি (CIP)	কমার্শিয়ালী ইম্পর্টেন্ট পারসন (বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি)

ডিএই (DAE)	ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)
ডি-৮ (D-8)	ডেভেলপিং-৮
ডিসিসিআই (DCCI)	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
ডিপিডিটি (DPDT)	ডিপার্টমেন্ট অব পেটেন্ট, ডিজাইন এন্ড ট্রেডমার্ক
ইসিএনসিআইডি (ECNCID)	এক্সিকিউটিভ কমিটি অব দ্যা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট (জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি)
ইটিপি (ETP)	ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (শিল্প বর্জ্য পরিশোধানাগার)
ইপিবি (EPB)	এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো
ইপিজেড (EPZ)	এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা)
এফবিসিসিআই (FBCCI)	ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
এফডিআই (FDI)	ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ)
এফআইসিসিআই (FICCI)	ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
জিআই (GI)	জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন
আইসিবি (ICB)	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
এমসিসিআই (MCCI)	মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
এমওআই (MOI)	মিনিস্ট্রি অব ইন্ডাস্ট্রিজ
এনসিআইডি (NCID)	ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট (জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ)
নাসিব (NASCIB)	ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ
এনবিআর (NBR)	ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)
এনসিআইডি (NCID)	ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট (জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ)
এনপিও (NPO)	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন
এনআরবি (NRB)	নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশি (অনাবাসি বাংলাদেশি)
এনএসডিএস (NSDCS)	ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েট
আরএন্ডডি (R&D)	রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (গবেষণা ও উন্নয়ন)
সাফটা (SAFTA)	সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া
এসএমই (SME)	স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান)
এসএমইএফ (SMEF)	এসএমই ফাউন্ডেশন
টিআইসি (TIC)	টেকনোলজি ইনকিউবেশন সেন্টার
টিআইএসসি (TISC)	টেকনোলজি এন্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টারস
টিপিএস-ওআইসি (TPS-OIC)	ট্রেড প্রেফারেনশিয়াল সিস্টেম অব দ্যা অর্গানাইজেশন অব দ্যা ইসলামিক কনফারেন্স
টিআরআইপিএস (TRIPS)	ট্রেড রিলেটেড আসপেক্টস্ অব ইনটেলেকচ্যুয়াল প্রোপারটি রাইটস্
ভ্যাট (VAT)	ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স (মূল্য সংযোজন কর)
ভিওআইপি (VOIP)	ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল
ডব্লিউইএবি (WEAB)	উইমেন অনট্রাপ্রনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
ডব্লিউটিও (WTO)	ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন

অধ্যায় ১

ভূমিকা

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার রূপকল্প স্থির করেছে। যার বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক শিল্পায়নকে মূলভিত্তি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন। শিল্প খাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও উৎপাদনশীলতা অর্জনে উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে অধিকতর জনগোষ্ঠীকে এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত করে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মানের টেকসই উন্নয়নে সরকার বদ্ধ পরিকর।

বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতকে শিল্প তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্যে সরকার ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী। একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের অবদান অনস্বীকার্য। সে কারণে উভয় খাতের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সময় শিল্পনীতি প্রণয়ন করেছে। এর ধারাবাহিকতায় সরকার শিল্পনীতি ২০১০ যুগোপযোগী করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে।

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎ শিল্প ও চিহ্নিত সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

সরকারের দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬-এ বাস্তবভিত্তিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণ ও এর বিকাশে সরকারি পর্যায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩ এর নির্দেশনার আলোকে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করা হয়েছেঃ

ক. অভ্যন্তরীণ শিল্পপণ্যের চাহিদা পূরণে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত শিল্পপণ্যের রপ্তানি বাজার সৃষ্টিকরণে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং এর নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণ ;

খ. আমদানী নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশজ উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পণ্য বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন ;

গ. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব শিল্প বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। একইসাথে শিল্প স্থাপনে দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া ;

ঘ. সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ;

ঙ. জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের ভিত্তিতে প্রতিটি শিল্প উপখাতে সরকারি প্রণোদনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ ;

চ. ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও শ্রমঘন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে হস্ত, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প বিকাশে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টা জোরদার ;

ছ. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন ;

জ. উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশিয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধিকরণ, পণ্যের পেটেন্ট ও ডিজাইন সংরক্ষণ, শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক শিল্পায়নে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ করে আইন সংশোধন ও এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

শিল্পায়নে সরকারের মূল ভূমিকা হবে শিল্প সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন, কৌশল/কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ এবং নীতিগত সহায়তা প্রদান। দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিকাশ এবং শিল্পখাতে অব্যাহত প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্পনীতিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পখাত সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্পখাতের সংজ্ঞা সংযোজন (হস্ত ও কারুশিল্প, সৃজনশীল শিল্প, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প), মেধা সম্পদ সুরক্ষা, শিল্প দূষণ ব্যবস্থাপনা, শিল্প দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর পদ্ধতি, সুসংহত ব্যক্তিখাত গড়ে তোলার জন্য প্রায়োগিক নীতি ও কৌশলগত সুবিধা। এ নীতিমালা

বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়ে সময়ে সময়ে এর লক্ষ্যসমূহ পুনঃনির্ধারণ করা হবে।

শিল্প খাতের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার এবং বিশেষজ্ঞদের বাস্তবভিত্তিক, প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ প্রতিফলিত হয়েছে। এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতকে বেগবান করে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা যায়।

অধ্যায় ২

শিল্পায়নের অভীষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ

শিল্পনীতির লক্ষ্য

২.১ সরকারি ও ব্যক্তিখাতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জন ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ;

২.২ সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ নাগাদ জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান বিদ্যমান ২৯ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশ, শ্রমশক্তির অবদান ১৮ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।

২.৩ শিল্পায়নের মাধ্যমে মানসম্পন্ন ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে (inclusive growth) ভূমিকা রাখা।

২.৪ শিল্পনীতির উদ্দেশ্য

১. শিল্প (উৎপাদন ও সেবা) প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যক্তিখাঁত সৃষ্টি এবং দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা ;

২. দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ;

৩. ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পকে শিল্পায়নের মূল চালিকা হিসেবে বিকশিত করার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ;

৪. রপ্তানীমুখী (Export-oriented) শিল্প স্থাপন ও বহুমুখীকরণ ;

৫. টেকসই পরিবেশবান্ধব শিল্পোন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান ;

৬. এলাকাভিত্তিক কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ, প্রাকৃতিক, সামুদ্রিক ইত্যাদি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষায়িত শিল্পের উন্নয়ন ;

৭. শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগতমান উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি ;

৮. তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে দেশের শিল্প খাতকে সক্ষমকরণ ;

৯. শিল্প খাতে নারী উদ্যোক্তাদের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ;

১০. দেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত এবং আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত এবং অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান।

২.৫ কর্মকৌশলসমূহ

শিল্পনীতি ২০১৬ এর যথাযথ বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অনুসরণ করা হবেঃ

১. গতিশীল দক্ষ শিল্প ও সেবা খাত গড়ে তুলতে শিল্পনীতি ২০১৬ এর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (পরিশিষ্ট-৯) বাস্তবায়ন ;

২. উৎপাদনভিত্তিক রপ্তানিমুখী এবং পশ্চাৎপদ এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে উপযোগী শিল্প স্থাপন ;

৩. মানসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কারখানায় স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং গৃহীত ব্যবস্থার অনুসরণ ;

৪. দেশজ সম্পদ ও সম্ভাবনার সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে শিল্প ক্লাস্টার উন্নয়ন এবং অঞ্চলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ ;

৫. রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার অনুসন্ধান ও বাজারজাতকরণে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ এবং পরীক্ষাগারসমূহের এ্যাক্রেডিটেশন সক্ষমতা বৃদ্ধি ;

৬. শিল্প খাতের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির সঠিক এবং পরিপূর্ণ ব্যবহার ;

৭. দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা দূর করার লক্ষ্যে আইন, বিধি ও নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ ;

৮. দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ ;

৯. শিল্প খাতে নারী উদ্যোক্তাদের অধিক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে আইন ও বিধি-বিধান সহজীকরণ এবং আর্থিক সুবিধা প্রদান ;

১০. দেশিয় ঐতিহ্যকে ধারণ করে স্থানীয় দক্ষতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে হস্ত, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপক প্রসারে আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান ;

১১. দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি ও সরকারি খাতের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত ও কার্যকর সমন্বয়করণ ;

১২. শিল্প খাতের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোক্তা ও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ।

অধ্যায়-৩

শিল্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস

৩ ব্যাপক অর্থে শিল্প বলতে নিম্নোক্ত উৎপাদন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝাবে।

৩.১ পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ড।

৩.২ যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধা সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সেবামূলক কর্ম সম্পাদিত হয় সে সকল কর্ম সেবা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেবা শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট-৩ এ সন্নিবেশিত আছে।

৩.৩ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত হবেঃ

বৃহৎ শিল্প

৩.৩.১ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' (Large Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ (Replacement Cost) ৫০ কোটি টাকার অধিক কিংবা তৈরি পোশাক/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। যে সকল তৈরি পোশাক/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের সংখ্যা ১০০০ এর অধিক কেবল সে সকল তৈরি পোশাক শিল্প বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.৩.২ সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

মাঝারি শিল্প

৩.৩.৩ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' (Medium Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক এবং অনধিক ৫০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২১-৩০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ জন।

৩.৩.৪ সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫১-১২০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

৩.৩.৫ কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরী পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

ক্ষুদ্র শিল্প

৩.৩.৬ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩১-১২০ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩.৩.৭ সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৫০ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩.৩.৮ কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরী পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

মাইক্রো শিল্প

৩.৩.৯ 'মাইক্রো শিল্প' (Micro Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৩০ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে।

৩.৩.১০ সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাইক্রো শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নীচে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩.৩.১১ কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরী পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

কুটির শিল্প

৩.৩.১২ 'কুটির শিল্প' (Cottage Industry) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যভুক্ত সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নীচে এবং যা পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এবং সর্বোচ্চ জনবল ১৫ এর অধিক নয়।

৩.৩.১৩ কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

হস্ত ও কারুশিল্প

৩.৩.১৪ 'হস্ত ও কারুশিল্প' বলতে কারুশিল্পীর শৈল্পিক মনন ও শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার বা বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে অথবা সৃজনশীল ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে সমন্বয় করে নান্দনিক ও ব্যবহারিক যে পণ্য উৎপাদিত হয়।

হাইটেক শিল্প

৩.৩.১৫ 'হাইটেক শিল্প' বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব এবং আইটি/আইটিইএস/জীব প্রযুক্তি বা গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) নির্ভর শিল্পকে বোঝাবে।

সৃজনশীল শিল্প

৩.৩.১৬ 'সৃজনশীল শিল্প (Creative Industry)' বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝায় যা শৈল্পিক মনন ও উদ্ভাবনী মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশল অথবা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। যেমনঃ এ্যাডভার্টাইজিং, স্থাপত্য, আর্ট এন্ড এ্যান্টিক, ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন, ফিল্ম এন্ড ভিডিও, ইন্টারেক্টিভ লেজার সফ্টওয়্যার, মিউজিক, পারফর্মিং আর্ট, পাবলিশিং, সফ্টওয়ার এন্ড কম্পিউটার ও মিডিয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

এ শিল্প সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরির লক্ষ্যে সমগ্র দেশে সৃজনশীল শিল্পের মানচিত্র (Mapping) প্রণয়ন করা হবে। এ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সমর্থন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার পাশাপাশি ব্যক্তিখাতের অধিকতর সক্রিয় ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

সংরক্ষিত শিল্প

৩.৩.১৭ সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যে সকল শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসাবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্প (Reserved Industry) হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সংরক্ষিত শিল্পখাতের তালিকা পরিশিষ্ট-৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প

৩.৩.১৮ উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝাবে যে সমস্ত শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং এ খাত থেকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি আয় অর্জন করা সম্ভব হবে। উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শ্রেণির শিল্পখাত সরকারের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্যতায় প্রাধান্য পাবে। উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট ১ এ বর্ণিত আছে।

অগ্রাধিকার শিল্প

৩.৩.১৯ 'অগ্রাধিকার শিল্প (Priority Sector)' বলতে সে সমস্ত শিল্প গণ্য হবে যে শিল্পখাতগুলো বিকাশমান এবং ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের সামগ্রিক রপ্তানিতে অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন শিল্পখাত/শিল্প উপ-খাত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত/উপ-খাত হিসেবে চিহ্নিত হবে তা সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হবে। অগ্রাধিকার শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত আছে।

নিয়ন্ত্রিত শিল্প

৩.৩.২০ প্রাকৃতিক/খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক/বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এ ধরনের শিল্প ব্যক্তিখাতে স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের (যেমন-সংস্কৃতি/ধর্ম মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ইত্যাদি) অনুমোদন/অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট-৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.৩.২১ নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের অনুমোদন/অনাপত্তি না পাওয়া পর্যন্ত শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ শিল্প স্থাপনের জন্য নিবন্ধন দিতে পারবে না।

পোষক কর্তৃপক্ষ (Sponsoring Authority)

৩.৩.২২ পোষক কর্তৃপক্ষ বলতে কোন বিশেষ শ্রেণি/খাতের শিল্পের নিয়ন্ত্রণকারী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে বোঝাবে। Allocation of Business অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত যে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত, সে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তর/সংস্থা/পরিদপ্তর/দপ্তর সংশ্লিষ্ট খাতের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করবে। কোন একটি শিল্প কারখানা সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত হলে তার দায়-দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে পোষক কর্তৃপক্ষের আওতায় থাকবে।

নারী শিল্পোদ্যোক্তা

৩.৩.২৩ যদি কোন নারী 'ব্যক্তিমালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর হন' কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে' অন্যূন (ন্যূনতম) ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি নারী শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন।

শিল্পনীতির প্রাধান্য

৩.৩.২৪ পরবর্তী শিল্পনীতি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। তবে শিল্পনীতিতে অন্তর্ভুক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজনে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা যাবে।

৩.৩.২৫ বাস্তবতা ও সময়ের নিরিখে এবং অবস্থানগত পরিবর্তনের সাথে উপরে উল্লিখিত শিল্পের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস পরিবর্তনযোগ্য।

৩.৩.২৬ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই শ্রেণি বিন্যাসে নতুন শিল্পখাত অন্তর্ভুক্ত করা যাবে তবে শিল্পনীতির সংশোধন ব্যতিরেকে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কোনরূপ সংশোধন করা যাবে না।

৩.৩.২৭ অন্য কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা কিংবা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালায় শিল্পের কোন সংজ্ঞা বা শ্রেণিবিন্যাসের উল্লেখ থাকলেও উদ্ভূত বিতর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ বর্ণিত সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস প্রাধান্য পাবে।

৩.৩.২৮ জাতীয় গুরুত্ব সম্পন্ন অথচ শিল্পনীতিতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা করা হয়নি, কিংবা শিল্পনীতির সাথে সাংঘর্ষিক সরকারের অন্য কোন নীতি, বিধি-বিধান, কিংবা শিল্পনীতির কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ যে ব্যাখ্যা এবং নির্দেশনা প্রদান করবে তা প্রাধান্য পাবে এবং শিল্পনীতির অংশ হিসেবে গৃহীত হবে।

অধ্যায় ৪

বিনিয়োগ প্রণোদনা

৪.১ দেশে গতিশীল শিল্পায়ন এবং টেকসই বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে উচ্চ অগ্রাধিকার, অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত ও উপখাতগুলোতে যুগোপযোগী পৃথক বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২ শিল্পায়নে পশ্চাৎপদ এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এলাকায় শিল্প সম্প্রসারণ/প্রতিষ্ঠা বিশেষ করে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান করা হবেঃ

ক. মূলধনী বিনিয়োগের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর্তুকি ;

খ. উৎপাদিত পণ্যের উপর থেকে কর ও শুল্ক অব্যাহতি ;

গ. এ্যাক্রেডিটেশন সনদের ফি/চার্জ এবং বীমা স্কীমের প্রিমিয়ামের খরচ পুনর্ভরণের ব্যবস্থা ;

ঘ. চলতি মূলধনের সুদের উপর ভর্তুকি ইত্যাদি।

৪.৩ এলাকাভেদে বিভিন্ন শিল্প খাত-উপখাত বিদ্যমান আয়কর বিধি-বিধান অনুযায়ী কর অবকাশ ও অবচয় সুবিধাপ্রাপ্ত হবে।

৪.৪ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহে প্রদত্ত বিশেষ প্রণোদনা (Special Incentives) ও আর্থিক সহায়তা যেমন-শুল্ক/কর অব্যাহতি (Tax Exemptions), দ্বৈতকর প্রদান থেকে অব্যাহতি, হ্রাসকৃত হারে কর আরোপের বিষয়টি বিদ্যমান আয়কর অধ্যাদেশ, The Customs Act এবং মূল্য সংযোজন কর আইন অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে। অনুরূপ সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প খাত বিশেষ প্রাধান্য পাবে।

৪.৫ শিল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক কর যৌক্তিকীকরণ করা হবে।

৪.৬ স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক ও কর হার সম্পূর্ণরূপে তৈরী (Finished) পণ্য আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক ও কর হার থেকে কম হবে।

৪.৭ (ক) গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও কৃষি পণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ইকো-প্রোডাক্ট এবং ডেইরি শিল্পের জন্য মূল্য সংযোজন কর সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

(খ) স্থানীয় শিল্প প্রতিরক্ষণে অধিক মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী পূর্ণাঙ্গ ও স্থানীয় উৎপাদনমুখী শিল্পকে প্রণোদনা প্রদান সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধানে নির্ধারিত হবে।

৪.৮ উচ্চ অগ্রাধিকার, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত এবং রপ্তানি বাণিজ্যে তুলনামূলক অধিক অংশীদারিত্বের জন্য নগদ প্রণোদনা (ক্যাশ ইনসেনটিভস্) ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা হবে।

৪.৯ হস্ত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান কর অব্যাহতির সুবিধা অব্যাহত থাকবে এবং এ সুবিধা গ্রহণের জন্য হস্ত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মূলধনী যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ এবং বার্ষিক টার্নওভারের সীমা সরকার কর্তৃক বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হবে। হস্ত ও কারু শিল্পের যথাযথ বিকাশ ও উন্নয়নে আর্থিক, রাজস্ব ও বিপণনসহ বিবিধ প্রণোদনার ক্ষেত্রে হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা ২০১৫ প্রযোজ্য হবে।

৪.১০ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত/সংযোজিত পূর্ণাঙ্গ জেনারেটর ও বিদ্যুতের স্থানীয় উৎপাদন এবং বিকল্প জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সোলার প্যানেল এর আমদানি এবং স্থানীয় উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে সুবিধাদি বিদ্যমান কর বিধি অনুযায়ী প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনাবাসি বাংলাদেশিদের জন্য প্রণোদনা

৪.১১ অনাবাসি বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীগণ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মত একই সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

৪.১২ বিনিয়োগকৃত মূলধনের পূর্ণ প্রত্যাবাসন এবং লাভ ও ডিভিডেন্ড সম্পূর্ণ স্থানান্তরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সুবিধা অব্যাহত থাকবে। অনাবাসি বাংলাদেশি বিনিয়োগকারী যদি তার প্রত্যাবাসনযোগ্য ডিভিডেন্ড বা অর্জিত লাভ পুনরায় বিনিয়োগ করেন তাহলে তা নতুন বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করার বিধান অব্যাহত থাকবে।

৪.১৩ প্রাথমিক সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে অনাবাসি বাংলাদেশিদের জন্য কোটা সুবিধা বিদ্যমান সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী কার্যকর থাকবে।

৪.১৪ বাংলাদেশে (ক) শিল্প খাতে বিনিয়োগকারী (খ) বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী এবং (গ) এ দেশ থেকে যে সব অনাবাসি বিদেশে বাংলাদেশি পণ্য আমদানি করেন সে সব অনাবাসি বাংলাদেশিকে CIP পদমর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার ধারা অব্যাহত রাখা হবে।

৪.১৫ অনাবাসি বাংলাদেশিদের দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আইসিবি ব্যবস্থাপনায় 'প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্প বিনিয়োগ মিউচ্যুয়াল ফান্ড' গঠন করা হবে।

অন্যান্য প্রণোদনা

৪.১৬ রয়্যালটি, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদির জন্য যেকোনো বিদেশি সহযোগী, ফার্ম, কোম্পানি ও বিশেষজ্ঞ কর্তৃক গৃহীত ফি-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তির আলোকে দ্বৈত কর অব্যাহতির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.১৭ যে সকল দেশের সাথে দ্বৈত কর পরিহারের চুক্তি নেই সে সকল দেশের ক্ষেত্রেও সরকার যথাযথ বলে বিবেচনা করলে দ্বৈত কর হতে অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৪.১৮ শিল্পখাতের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, প্রয়োজনীয় গ্যাস এবং পর্যাপ্ত জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

৪.১৯ সবুজ শিল্পায়ন তথা পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠায় নবায়নযোগ্য জ্বালানী (Renewable Energy) ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কারখানাকে বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে।

৪.২০ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং ব্যয় সাশ্রয়ী আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে সক্ষম শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হবে।

৪.২১ বিনিয়োগের পরিমাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা, পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দেশের অর্থনীতির সক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে বৃহৎ আকারের শিল্প উদ্যোগকে ইপিজেড এলাকার শিল্পসমূহকে যে ধরনের সুবিধা ও প্রণোদনা দেয়া হয় তার সমতুল্য প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

৪.২২ শিল্প অবকাঠামো এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উন্নয়নে বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গ্যাস, জাহাজ নির্মাণ, ওষুধ, আইসিটি, পরিবহন, পোর্ট, টেলিকমিউনিকেশন, সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার ইত্যাদি খাতে বৃহৎ আকারের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

৪.২৩ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময় প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অর্থায়ন এবং বিশেষায়িত সেবা প্রদান উৎসাহিত করা হবে।

৪.২৪ শিল্পখাতে বিকল্প অর্থায়নের জন্য মূলধন বাজারকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪.২৫ দেশিয় শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে শিল্প ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য প্রতি বছর 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' প্রদান করা হবে।

সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতি সম আচরণ

৪.২৬ দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাতে প্রতিষ্ঠিত একই ধরনের শিল্পের জন্য শুল্ক ও করের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য থাকবে না।

অধ্যায় ৫

ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন

৫.১ এসএমই নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট এবং মেয়াদভিত্তিক জাতীয় এসএমই উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হবে। বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাসহ এর সার্বিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা হবে এবং এসএমইর বিকাশকে ত্বরান্বিত করা হবে। এক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রসার এবং ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৫.২ এসএমই শিল্পখাতে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূরীকরণে নিম্নরূপ সহায়তা প্রদান করা হবেঃ

৫.২.১ এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত জামানতবিহীন এবং সিঙ্গেল ডিজিট সুদের হারে অর্থায়ন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা হবে যাতে এসএমই শিল্পের ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়ন সুসংহত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ তহবিলসমূহের মাধ্যমে এসএমই খাতকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করবে।

৫.২.২ এসএমই খাতে ঋণ প্রদানে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ খাতে মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে রাখা হবে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের পরিমাণ ও পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.২.৩ উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ এবং একইসাথে বাজার সংযোগ ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৫.৩ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও উৎপাদনমুখী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে।

৫.৪ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নে সমস্যা চিহ্নিত করে জামানতবিহীন এবং ক্লাস্টারভিত্তিক ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্র তৈরির পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৫.৫ স্থানীয়/দেশিয় শিল্পের সুরক্ষার লক্ষ্যে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন কর্মকাণ্ড সাবকন্ট্রাকটিং/আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে স্থানীয়/দেশিয় এসএমইদের দ্বারা পরিচালনা উৎসাহিত করা হবে।

৫.৬ উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে বহুমুখি বাজার সুবিধা সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৭ রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী এসএমইদেরকে বিদ্যমান আর্থিকসহ সকল প্রণোদনায় অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫.৮ আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনাসহ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫.৯ সরকার ও ব্যক্তিখাতের অংশীদারিত্বে বিসিক এবং এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক চিহ্নিত এসএমই ক্লাস্টারসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প পার্ক, কমন ফ্যাসিলিটি কেন্দ্র, ডিজাইন সেন্টার ইত্যাদি স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.১০ দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারী, মাইক্রো ও কুটির শিল্প খাতের সুষম উন্নয়ন ও কার্যকর বিকাশের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য খাতভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নিয়মিতভাবে জাতীয় এসএমই শুমারি পরিচালনা করবে।

৫.১১ নতুন, যোগ্য ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা সৃষ্টিকল্পে সহায়ক ভৌত সুবিধাদি প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং স্টার্টআপ ফিন্যান্সিং, ক্রেডিট গ্যারান্টি ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে এসএমই খাতের প্রসারকে ত্বরান্বিত করা হবে।

৫.১২ এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উন্নয়নে 'One Village one Product (OVOP)' নীতি গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৫.১৩ প্রতিটি জেলায় এসএমই পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এ পরামর্শ কেন্দ্রগুলো এসএমই শিল্প প্রসারে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে কাজ করবে। উদ্যোক্তাগণ ব্যবসা স্থাপন থেকে শুরু করে ব্যবসা সম্প্রসারণ, ব্যবসায়িক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ ও সহায়তা, পরামর্শক সেবা ইত্যাদি এ ওয়ানস্টপ সেন্টার থেকে গ্রহণ করতে পারবেন।

অধ্যায়- ৬

অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প পার্ক, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প, হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠা

৬.১ শিল্প ক্লাস্টার ও শিল্প পার্ক-এর অবকাঠামো, অনুন্নত এলাকায় স্থাপিত শ্রম নিবিড় শিল্পের উন্নয়ন এবং পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা এবং পিপিপি উদ্যোগে সম্পদ বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এ উদ্দেশ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাস জমি ও চরাঞ্চলের ভূমি নিয়ে একটি Land Bank প্রতিষ্ঠা করা হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠায় Land Bank থেকে ভূমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

৬.২ বিদ্যমান সরকারি শিল্প কারখানার অব্যবহৃত জমিসহ সরকারি খাসজমিতে এবং পরিবেশসম্মতভাবে চর উন্নয়ন করে ক্লাস্টার/মনোটাইপ শিল্পনগরী স্থাপনে পিপিপি উদ্যোগকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৬.৩ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ অনুযায়ী শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬.৪ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকায় সহযোগী (এনসিলারি) শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানার চাহিদা মোতাবেক কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং সেবামূলক শিল্প গ্রাম (Industrial Village) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৬.৫ প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে এই নীতিমালায় সংরক্ষিত শিল্প হিসেবে চিহ্নিত খাতসমূহ ব্যতীত উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬.৬ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করা হবে। সে সাথে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আস্থা অর্জনে সহায়ক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৭ পরিকল্পনাবিহীন যত্রতত্র শিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিত করা হবে। মেট্রোপলিটন শহরে স্থাপিত দূষণপ্রবণ শিল্পসহ অপরিকল্পিতভাবে স্থাপিত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যায়ক্রমে অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থানান্তর করা হবে। স্থানান্তরে উদ্যোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

৬.৮ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক, শিল্প পার্ক, জীব প্রযুক্তি পার্ক, সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত শিল্প এবং ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বকে গুরুত্ব দেয়া হবে। স্থানীয় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বিবেচনায় শিল্প স্থাপনের বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে।

৬.৯ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক, শিল্প পার্ক, জীব প্রযুক্তি পার্ক এবং ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পের জন্য বিশেষ শুল্ক ও কর সুবিধা প্রদান করা হবে। সরকারি বিদ্যমান আইন কাঠামোর ভেতর বিশেষ শুল্ক ও কর সুবিধা সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করা হবে।

৬.১০ যথাযথ কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে উপরে উল্লিখিত শিল্প এলাকায় স্থাপিত শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রদান করা হবে। এছাড়া, রপ্তানিমুখী শিল্পে উৎপাদিত পণ্যসমূহকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিসক্ষম করার জন্য ক্যাশ ইনসেনটিভ এবং শুল্ক প্রত্যার্পণ ও শুল্ক মওকুফ সুবিধা প্রদানে বিশেষ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

৬.১১ বাংলাদেশে নিবন্ধিত হওয়া সাপেক্ষে কোন বিদেশি নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান দেশে প্রতিষ্ঠিত সরকারি-বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানের শতভাগ মালিকানা অর্জন করতে পারবে এবং দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মত সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

অধ্যায় ৭

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার

৭.১ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতকে লাভজনক, সক্ষম ও প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যসম্পাদন দক্ষতা (Performance Efficiency) বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৭.২ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অলাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কল-কারখানা পরিচালনায় দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রয়োজনে অলাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৭.৩ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প পার্ক, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প পার্ক, ক্লাস্টার/মনোটাইপ শিল্পনগরীতে রূপান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.৪ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে চুক্তিভিত্তিক সহযোগিতা গ্রহণে দেশি বা বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

৭.৫ বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম বিশেষতঃ কারিগরি ও আর্থিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও জাতীয় অর্থনীতির উপর দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রভাব বিষয়ে সরকার সময়ে সময়ে সমীক্ষা পরিচালনা করবে এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্পের ক্রেতা বা মালিকপক্ষ সমীক্ষা পরিচালনায় সব ধরনের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্য ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করা হবে।

৭.৬ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হলে ওই সকল বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সরকার বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭.৭ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভূমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড ট্রাইব্যুনাল' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় ৮

উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান

৮.১ ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতি বছর বার্ষিক কর্মসূচি তৈরি করবে এবং এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি শিল্প মন্ত্রণালয় নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে।

৮.২ এনপিও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্পদের উৎপাদনশীলতা বিশেষ করে সবুজ উৎপাদনশীলতার (Green productivity) উপর গুরুত্বারোপ করে আঞ্চলিক উৎপাদনশীলতা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৮.৩ সরকারি-ব্যক্তিখাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য মধ্যবর্তী পর্যায়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীসহ শ্রমিকদের দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পণ্য উৎপাদন, উচ্চ উৎপাদনশীলতা, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং দক্ষ শ্রমশক্তির অধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় যথাযথ ও সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।

৮.৪ সকল ধরনের সরকারি ও ব্যক্তিখাতের শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদনশীলতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে সংরক্ষণ করা হবে। উক্ত তথ্যাদি দ্বারা উৎপাদনশীলতা বিষয়ে প্রতি বছর গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে এবং এ প্রতিবেদনে উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিত করে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে।

৮.৫ বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর প্রাতিষ্ঠানিক, কর্ম পরিসর ও কারিগরি সামর্থ্যের বিস্তার ঘটিয়ে বিএবিকে শক্তিশালী করা হবে এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা হবে।

৮.৬ বিএসটিআইসহ দেশের মান প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও কারিগরি সামর্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে এদের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

৮.৭ আন্তর্জাতিক বাজারে দেশিয় পণ্যের প্রবেশ সহজীকরণের লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত পণ্যের মান (Standard) নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের (Harmonization of Standards) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৮.৮ কারিগরি, স্যানিটারি ও ফাইটো স্যানিটারি, শ্রমিক ব্যবহারে আইন অনুসরণ, ন্যায়সঙ্গত ব্যবসা পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বাজারের স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ড ও বিভিন্ন কমপ্লায়েন্সের সাথে সঙ্গতি রাখতে পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৮.৯ শিল্প উৎপাদন ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে জাতীয় গুণগতমান (পণ্য ও মেধা) নীতি, ২০১৬ অনুসরণ করা হবে।

৮.১০ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, গুণগত মান সংরক্ষণ এবং ধারাবাহিকভাবে লাভজনক হতে অসমর্থ শিল্প কারখানা বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে সরকার প্রয়োজনে নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

অধ্যায়-৯

মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

৯.১ দেশিয় স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক শিল্প সংক্রান্ত মেধা সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব পেটেন্ট, ডিজাইন এন্ড ট্রেডমার্কস্ (DPDT) এর সম্পূর্ণ অটোমেশন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হবে।

৯.২ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবকদের পেটেন্ট রাইটস্ নিশ্চিত করা এবং স্বল্প সময়ে প্রাপ্তির জন্য মেধাসম্পদ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান TRIPS Agreement এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে এবং TRIPS Agreement সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হবে।

৯.৩ দেশে শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেধাসম্পদ বিকাশে IP Training Institute, TISC ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, IP গবেষণা জোরদারকরণ এবং GI ও Traditional Knowledge ডেটাবেজ তৈরির উদ্যোগ নেয়া হবে।

৯.৪ ডিজাইন, প্রক্রিয়া, আইসিটি ও হাইটেক পণ্য উৎপাদনসহ নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মেধা-সম্পদ (Intellectual property) সংরক্ষণসহ মেধাসম্পদের সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

অধ্যায় ১০

শিল্পায়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও বিকাশ

১০.১ নারী শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে প্রাক-বিনিয়োগ পরামর্শ, প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ও উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তা দানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে বিসিক, বিটাক, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সেবা প্রদান করবে। নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি খাতের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

১০.২ মাইক্রো, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে নারী শিল্পোদ্যোক্তাগণ যেন নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সহায়তা এবং প্রণোদনা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করবে।

১০.৩ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের পরিমাণ ও পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদের উৎসাহ দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলোর প্রচলিত নীতিমালা পর্যালোচনা ও সহজীকরণ করা হবে। আর্থিক ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশ ব্যাংক নারীবান্ধব ব্যাংকিং সেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। উচ্চমানের প্রকল্প প্রস্তাবনার জন্য নারী উদ্যোক্তাদেরকে বন্ধকীমুক্ত ঋণ ও গ্রুপ ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার ব্যবস্থা থাকবে।

১০.৪ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতে শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় নারী শিল্পোদ্যোক্তাগণ যাতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১০.৫ নারী শিল্পোদ্যোক্তা ও তাদের সহায়তাদানকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এজেন্সিগুলোর মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতার ব্যাপক আদান-প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১০.৬ নারীর ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর অংশগ্রহণ ক্ষেত্রে যে সকল আইনগত বাধা রয়েছে সে সকল বাধা চিহ্নিতকরণপূর্বক অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১০.৭ শিল্প উৎপাদন ও প্রক্রিয়ায় নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের ব্যাপকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উন্নত ও নতুন প্রযুক্তিভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ডে নারী শিল্প উদ্যোক্তা গ্রুপ ও সংস্থাসমূহকে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে বিসিক, বিটাক এবং এসএমই ফাউন্ডেশন কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

অধ্যায় ১১

রপ্তানিমুখী (Export-Oriented) এবং রপ্তানি-সংযোগ (Export Linkage) শিল্প

১১.১ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং এর প্রসার ঘটানোর জন্য সহায়ক রপ্তানি নীতি প্রণয়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১১.২ টেকসই শিল্পায়নের নিমিত্ত চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যথাক্রমে অগ্রসংযোগ (Forward Linkage) এবং পশ্চাৎসংযোগ (Backward Linkage) শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.৩ রপ্তানিমুখী শিল্পের পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃদেশিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

১১.৪ শিল্পে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর বছর হতে একটি নির্দিষ্ট সময় (ন্যূনতম ৩ বছর) পর্যন্ত নিম্নোক্ত প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধাদি অব্যাহত থাকবেঃ

(ক) রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রেয়াতি শুল্ক হারে আমদানির সুযোগ অব্যাহত থাকবে ;

(খ) রপ্তানি পণ্যের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে শুল্ক প্রত্যার্পণ (Duty Drawback) এর সুযোগ অব্যাহত থাকবে এবং শুল্ক প্রত্যার্পণ পদ্ধতি আরও সহজীকরণ করা হবে ;

(গ) অপরিবর্তনীয় এবং নির্ধারিত ঋণপত্র/বিক্রয়চুক্তির বিপরীতে শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে ;

(ঘ) পশ্চাৎ সংযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়া ও পাট শিল্পসহ অন্যান্য স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারকারী রপ্তানিমুখী শিল্পকে পূর্বনির্ধারিত হারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয় প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকগণকে (deemed exporters) অনুরূপ সুবিধা প্রদান করা হবে ;

(ঙ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধান মোতাবেক কর অবকাশ সুবিধা অথবা অন্য কোন প্রকার কর রেয়াত সুবিধা ভোগ করছে না কিন্তু বাংলাদেশে নিবন্ধিত এরূপ কোম্পানির রপ্তানি হতে প্রাপ্ত আয়ের ৫০ ভাগ করমুক্ত থাকবে ;

(চ) বিসিক কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত হবে ;

(ছ) রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু নিষিদ্ধ/সংরক্ষিত হিসেবে তালিকাভুক্ত কাঁচামাল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সাপেক্ষে উৎপাদনের প্রয়োজন অনুযায়ী সীমিত পর্যায়ে আমদানির সুবিধা প্রদান অব্যাহত থাকবে ;

(জ) সবুজ প্রযুক্তিতে (Green technology) উদ্ভাবিত মূল্য সংযোজিত বৈচিত্রপূর্ণ পাট পণ্য ও পাট মিশ্রিত পণ্য সংশ্লিষ্ট শিল্পকে রপ্তানিমুখী/আমদানি বিকল্প শিল্প হিসেবে গণ্য করা হবে ;

(ঝ) রপ্তানি পণ্যের আমদানি নির্ভর কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রদান অব্যাহত থাকবে ;

(ঞ) সরকারের প্রচলিত নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণ কাঁচামালের নমুনা শুল্কমুক্ত আমদানির সুবিধা অব্যাহত থাকবে ;

১১.৫ কাঁচামাল আমদানি ও শিল্পপণ্য রপ্তানির সুবিধার্থে শুল্ক ব্যবস্থাপনা ও পণ্য খালাস সহজীকরণ করা হবে।

১১.৬ রপ্তানির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং রপ্তানি উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য বাজারজাতকরণে সম্ভাবনাময় বাজার সম্প্রসারণে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস/হাইকমিশনসমূহে বিশেষ সেল গঠন করা হবে।

১১.৭ আঞ্চলিক বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহ যেমন SAFTA, APTA, BIMSTEC, TPS-OIC, D-8 চুক্তির নেগোসিয়েশনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানসমূহের (যেমনঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়. শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

১১.৮ রপ্তানি পণ্যের দাম বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগী করার নিমিত্ত পণ্য উৎপাদনে পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.৯ অধিক মূল্য সংযোজনকারী রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের জন্য বিদেশি কারিগরি সেবা এবং প্রযুক্তি গ্রহণে সরকার খাত-ওয়ারী বিশেষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করবে। এ ধরনের প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগীদের (Development Partners) সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১১.১০ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা/ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অনুমোদিত বিনিয়োগসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশি/অনাবাসি বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীঃ অনাবাসি বাংলাদেশি নাগরিকদের বিনিয়োগসহ শতকরা ১০০ ভাগ বৈদেশিক বিনিয়োগ। এ ধরনের বিনিয়োগের আওতায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বৈদেশিক মুদ্রার নিজস্ব উৎসের মাধ্যমে নির্মাণ, কাঁচামালের ব্যয় এবং সম্পূর্ণ চলতি মূলধনসহ প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

(খ) যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগকারীঃ বিদেশি ও স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের উদ্যোগে পরিচালিত যৌথ প্রকল্প। এ ধরনের বিনিয়োগের আওতায় স্থানীয় ও বিদেশি অংশীদারের মধ্যে সম্পাদিত ব্যবস্থা অনুযায়ী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। তবে সকল প্রকার যন্ত্র আমদানি ব্যয় বিদেশি অংশীদারদের বহন করতে হবে।

(গ) শতকরা ১০০ ভাগ দেশি বিনিয়োগকারীঃ বাংলাদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের শতকরা ১০০ ভাগ বিনিয়োগ। এ ধরনের বিনিয়োগের আওতায় যন্ত্রপাতি আমদানিসহ প্রকল্পের সকল ব্যয় বিনিয়োগকারীর নিজস্ব উৎস, সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট, অপ্রত্যাবাসনযোগ্য (non-repatriable) বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বাহ করতে হবে।

১১.১১ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা/অর্থনৈতিক অঞ্চল শিল্প ইউনিটে উৎপন্ন ১০ শতাংশ পণ্য প্রযোজ্য শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে (বৈদেশিক মুদ্রার ঋণপত্রের মাধ্যমে) দেশের অভ্যন্তরে রপ্তানি করা যাবে।

১১.১২ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা/অর্থনৈতিক অঞ্চল বাইরে অবস্থিত শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প তাদের শতকরা ২০ ভাগ পণ্য প্রযোজ্য শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে পারবে।

১১.১৩ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের অধীনে রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোকে বিশেষ সুবিধা ও ঝুঁকি তহবিল (Venture Capital) সহায়তা প্রদান করা হবে।

অধ্যায় ১২

বিদেশি বিনিয়োগ

১২.১ সবুজ/উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন, উদ্ভাবনীমূলক এবং যেসব শিল্পের দক্ষতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব শিল্পে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে এবং তাদের জন্য বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ থাকবে।

১২.২ শিল্পায়নের গতি সঞ্চারে বিশ্ব সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ প্যাকেজ সুবিধা প্রদান করা হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শিল্প বিনিয়োগ সহজীকরণের লক্ষ্যে Integrated One Stop Service সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

১২.৩ সম্পূর্ণ বিদেশি বিনিয়োগে কিংবা দেশি-বিদেশি যৌথ বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্টক মার্কেটে অংশগ্রহণের নিমিত্ত বিদ্যমান সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

১২.৪ বিদেশি বিনিয়োগকারী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় ব্যাংক হতে প্রচলিত বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে চলতি মূলধন (working capital) ঋণ গ্রহণের সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

১২.৫ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাবাসনযোগ্য ডিভিডেন্ড কিংবা অর্জিত মুনাফার দেশে পুনর্বিনিয়োগ নতুন বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার এবং প্রচলতি বিধান সাপেক্ষে বিদেশি ঋণের উপর সুদ ও কর অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

১২.৬ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাযুক্ত দেশভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল/শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ভ্যালু চেইন এ যুক্ত হওয়ার সুবিধা থাকবে।

১২.৭ কোন বিদেশি বিনিয়োগকারী ১০ (দশ) লক্ষ ইউএস ডলার বিনিয়োগ করলে বা ২০ (বিশ) লক্ষ ইউএস ডলার কোন স্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করলে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন। বিদেশি বিনিয়োগকারীকে স্থায়ী রেসিডেন্টশিপ দেয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনে ন্যূনতম ৭৫,০০০ ইউএস ডলার বিনিয়োগের যে শর্ত রয়েছে, তা বাড়িয়ে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) ইউএস ডলার করা হবে। সম্ভাবনাময় বিদেশি বিনিয়োগকারীকে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের মাল্টিপল ভিসা প্রদান করা হবে।

১২.৮ দেশিয় শিল্পোদ্যোক্তাদের মতো বিদেশি শিল্পোদ্যোক্তাগণও কর অবকাশ, রয়্যালটি প্রদান, প্রযুক্তি কৌশল ফি ইত্যাদির সুবিধা ভোগ করবেন।

১২.৯ স্থানীয় পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত/অনুমোদিত শিল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশি কারিগরদের ক্ষেত্রে পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত ও জাতীয় রাজস্ববোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মেয়াদে ব্যক্তিগত আয়কর প্রদান করতে হবে না। তবে এ সময়ের পর তার দেশের নাগরিকদের জন্য দ্বৈতকর (double taxation) রহিতকরণের বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তি কিংবা অন্য কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাকে ব্যক্তিগত আয়কর প্রদান করতে হবে।

১২.১০ বিদ্যমান আইনের আওতায় বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত মূলধন পূর্ণ প্রত্যাবাসনের সুবিধা প্রদান অব্যাহত থাকবে। অনুরূপভাবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর পরিশোধ সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগের ডিভিডেন্ড সম্পূর্ণ স্থানান্তরযোগ্য।

১২.১১ বাংলাদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশি নাগরিকদের মজুরি এবং নিয়োগের শর্ত মোতাবেক তাদের সঞ্চয় ও অবসরকালীন সুবিধাদি প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যাবাসনের সুযোগ থাকবে।

১২.১২ স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারী কোম্পানি কিংবা যৌথ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে বিদেশি দক্ষ পেশাজীবীদের 'ওয়ার্ক পারমিট' প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ভিসা নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে বিদেশি দক্ষ পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়োগকালের জন্য 'মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা' প্রদান করা হবে।

১২.১৩ বিদেশি দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা (BEPZA), বেজা (BEZA), ইপিবি (EPB) যৌথভাবে নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে। এছাড়া বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্পে/ব্যবসায়ে কমপক্ষে ১০ (দশ) মিলিয়ন (একশত লাখ) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন এরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অব্যাহত আছে মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড/বেজা কর্তৃক প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগকারী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় "No Visa Required (NVR)" সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

১২.১৪ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে হস্ত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগকারীকে বিসিক শিল্প নগরীতে/অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১২.১৫ সৌর শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, বায়ুকল (Windmill) ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, বায়োমাস (Biomass), গৃহস্থালী বর্জ্য ও শিল্প বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদিসহ সকল প্রকার নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রবাসি বাংলাদেশি বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১২.১৬ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে আইসিটি সংশ্লিষ্ট উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১২.১৭ সরকারি বা বেসরকারি দেশি এবং বিদেশি যৌথ বিনিয়োগে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরকে গুরুত্ব দেয়া হবে।

অধ্যায়-১৩

শিল্প প্রযুক্তি

১৩.১ ব্যয়-সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রতিযোগিতামূলক কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১৩.২ জ্ঞানভিত্তিক উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পের জন্য আবশ্যক দক্ষ কর্মীবাহিনী সৃষ্টির অভিপ্রায়ে একটি সহায়ক 'কর্পোরেট সংস্কৃতি' (Corporate culture) সৃষ্টি করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে লাগসই শিল্প প্রযুক্তি বিষয় অধ্যয়নকে উৎসাহিত এবং সহায়তা প্রদান করা হবে। পাঠ্যসূচি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।